সিসিডিএ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স
বাড়ি-১/৮, ব্লক-জি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

১.০ সদস্য সচিবের বার্তা
২.০ সিসিডিএ'র রূপকল্প, লক্ষ্য ও কৌশলগ ত উদ্দেশ্য
৩.০ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল
৪.০ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্য
৫.০ আইনগত ভিত্তি
৬.০ রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী
৭.০ নেটওয়ার্ক সহযোগী
৮.০ প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী
৯.০ পরিষেবা ব্যাপ্তি বা কাভারেজ
১০.০ চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প
১১.০ পরিচালন পদ্ধতি
১২.০ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা
১৩.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা
১৪.০ তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন

কর্মসূচি ভিত্তিক তথ্য

১৫.০ ঋণ কর্মসূচি
১৬.০ সমৃদ্ধি কর্মসূচি
১৭.০ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)
১৮.০ প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস প্রজেক্ট (পেস)
১৯.০ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরএলএফআরআরএস)
২০.০ কৈশোর কর্মসূচি
২১.০ শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি
২২.০ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
২৩.০ পানি, পয়নিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম
২৪.০ স্ট্রেনদেন্ড্ এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস্) প্রকল্প

কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধার তথ্য

২৫.০ সিসিডিএ কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল
২৬.০ সিসিডিএ কর্মচারি আনুতোষিক তহবিল
২৭.০ সিসিডিএ কর্মী কল্যাণ তহবিল

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

১.০ সদস্য সচিবের বার্তা

সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

১৯৯০ সালে দাউদকান্দি উপজেলার আদমপুর গ্রামের জীর্ণ গৃহ থেকে যাত্রা শুরু করে সিসিডিএ (সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স) বর্তমানে ঢাকায় নিজস্ব ভবনে সমাসীন হয়েছে। সমমনা, বন্ধু বৎসল ও দেশ প্রেমিক সাথীদের নিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ গরীব ও মেহনতী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সিসিডিএ একটি অন্যতম টেকসই উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সম্মানজনক অবস্থানে উপনীত হয়েছে। সংস্থার এই অর্জনের পিছনে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত সুকুমার দেবরায়-এর অবদান শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

সিসিডিএ সাধারণ পরিষদ, কার্য নির্বাহী পরিষদ ও বিভিন্ন সাব-কমিটির অকুণ্ঠ সহযোগিতা সংস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া সংস্থার নিবেদিত প্রাণ সাবেক ও বর্তমান কর্মীবৃন্দ, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA), সমাজসেবা অধিদপ্তর, দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সিসিডিএ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্মরণ করছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব দেশী ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জীবন, জীবিকা ও অর্থনীতিতে সংকট সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে আরো পঙ্গু করে ফেলেছে। উল্লিখিত দুই দুর্যোগের মধ্যে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের টিকে থাকার যুদ্ধে সাহস যোগাবে।

সিসিডিএ বর্তমানে ১০ জেলায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, পানীয়জল, স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন, কৃষি ও মৎস্য চাষ, প্রাণী সম্পদ উন্নয়নসহ জীবন মান উন্নয়নে সমন্বিত পরিষেবা প্রদান করছে এবং বিস্তৃত পরিসরে পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development Goal (SDG) এর লক্ষ্যসমূহ যথা- দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, গুণগত শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ও পানীয় জল ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে সিসিডিএ অত্যন্ত সচেতন।

সুষম ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সিসিডিএ সর্বদা বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমাদের নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান করছে। এছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও অন্যান্য স্বদেশী প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে সিসিডিএ-র সাথে মানব কল্যাণে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করছে।

করোনা মহামারিসহ অন্যান্য দুর্যোগে সিসিডিএ সর্বাগ্রে মানুষের মাঝে আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করেছে। আমাদের লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠিও সিসিডিএ'র উপর আস্থা রেখেছে। মানুষের এই আস্থাকে আমরা বিশেষ সম্পদ হিসেবে মনে করি।

কালের পরিক্রমায় সিসিডিএ আরো একটি বছর অতিক্রম করছে। কার্যক্রমের পূর্বের ধারা বহাল রেখে সমাপ্ত বছরেও সিসিডিএ অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সংস্থার বাস্তব চিত্র সম্পর্কে শুভানুধ্যায়ীদের সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি। এটি প্রতিষ্ঠানের মৌলিক আর্থিক চিত্রের পাশাপাশি গৃহীত কর্মসূচিসমূহ ও সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে। প্রতিবেদনে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি, প্রদত্ত পরিষেবা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও আর্থিক উপাদানগুলিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মৌলিক মূল্যবোধের অংশ হিসেবে আমরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারকে প্রধান্য দিয়ে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় সিসিডিএ পরিবার আরো নতুন উচ্চতায় পদার্পন করবে।

ধন্যবাদান্তে,

মোঃ আব্দুস সামাদ
সদস্য সচিব
কার্যনির্বাহী পরিষদ

২.০ সিসিডিএ'র রূপকল্প

আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠন।

২.১ সিসিডিএ'র লক্ষ্য

লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে সমাজে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য

- আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের নিশ্চয়তাসহ মৌলিক মানবাধিকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন।
- কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পুঁজি গঠন।
- সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, টেকসই কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন।
- সুশাসন ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

৩.০ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশল

টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন সিসিডিএ'র অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে সংস্থা নির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি ও পরিসেবা গ্রহণ করে। ঋণ কার্যক্রম, প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, পানি-স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি-মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, পরিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়ন, ইউনিয়ন ভিত্তিক সামগ্রিক সেবা, প্রশিক্ষণ ও কর্ম-সংস্থানসহ আয় বর্ধন মূলক দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

৪.০ প্রতিষ্ঠানের সাধাররণ তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম	সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
নির্বাহী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন	মো: আব্দুস সামাদ
প্রধান কার্যালয়	বাড়ি- ১/৮, ব্লক-জি, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন	+৮৮০ ২-৪১০২২৮৮৫
মোবাইল	+৮৮০ ১৭১৪-১৬৬১২৫
ই-মেইল	ccdabd@yahoo.com
ওয়েব সাইট	www.cdabd.org
ফেসবুক আইডি	https://www.facebook.com/ccdaBD

৫.০ আইনগত ভিত্তি

ক্রম. নং	রেজিস্ট্রেশন তথ্য	রেজিস্ট্রেশন নং	রেজিস্ট্রেশনের তারিখ
১.	সমাজসেবা অধিদপ্তর	কুমি-৩৭৮/৯০	২২.০৭.১৯৯০
২.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১০১০	১১.০২.১৯৯৬
৩.	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	০১০৩২-০১৭৮৮-০০২৪৫	১৪.০৫.২০০৮
৪.	আয়কর রেজিস্ট্রেশন	৬৯৯৬০০৫৬২৭০৪	-
৫.	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন	০০০৬০৮৯৭৪-০২০১	০১.০৯.২০১৯

৬.০ রেগুলেটর ও উন্নয়ন সহযোগী

সমাজসেবা অধিদপ্তর		ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড (স্যামসাং মোবাইল)	FairElectronics
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	NGO AFFAIRS BUREAU	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	JAMUNABANK
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)	Microcredit Regulatory Authority	এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড	এনআরবিসি ব্যাংক NRBC BANK
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	PKSF	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	ONE Bank
রামরু	RMMRU	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	Trust Bank
হেলভেটাস-বাংলাদেশ	HELVETAS BANGLADESH	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	Southeast Bank Limited a bank with vision
ডাটাসফ্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লিমিটেড	DataSoft Changing Lifestyle	ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	BRAC BANK
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড		মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	Mutual Trust Bank Ltd.
হিসাব লিমিটেড (ভয়েস ইন্টারফেস)	HISHAB	বিডি ফাইন্যান্স লিমিটেড	Bangladesh finance

৭.০ নেটওয়ার্ক সহযোগী

- নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, রেসপন্স এন্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এক্টিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) — nirapad
- ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) — CDF Facilitates Microfinance
- খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ — খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ RIGHT TO FOOD BANGLADESH
- ম্যাক ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
- পিপল্‌স হেলথ্ মুভমেন্ট বাংলাদেশ (পিএইচএম) — Health for All Now! People's Health Movement
- বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্র্যান্টস্ — Bangladesh Civil Society for Migrants

৮.০ প্রধান লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

বর্তমানে সিসিডিএ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের উন্নয়নে কাজ করলেও শুরু থেকে এটি সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে আসছে। তবে যে কোনভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী এর প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য।

৯.০ পরিষেবা ব্যাপ্তি বা কাভারেজ

- জেলা ১০টি
- উপজেলা ৪৮টি
- ইউনিয়ন ৫১১টি
- গ্রাম ২৯০০

৯.১ জেলা ভিত্তিক ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচির শাখা/ অফিস

জেলার নাম	কুমিল্লা	চাঁদপুর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	হবিগঞ্জ	মৌলভীবাজার	মুন্সিগঞ্জ	নরসিংদী	গাজীপুর	ফেনী	শরীয়তপুর
শাখা অফিসের সংখ্যা	৪০	১৩	১১	৯	২	১	৫	১	১	১
সর্বমোট ৮৪										

৯.২ জনবল তথ্য (জুন-২০২২)

ক্রম. নং	বিবরণ	মোট	পুরুষ	নারী
১.	ঋণ কার্যক্রম	৫৯৮	৪৭৩	১২৫
২.	প্রকল্প	১০২	৩৯	৬৩
মোট		৭০০	৫১২	১৮৮

১০.০ চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্প

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা/জেলা/উপজেলা
১.	ঋণ কার্যক্রম	জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন ঋণ কার্যক্রম	কর্ম এলাকার সকল শাখা
		Livelihood Restoration Loan (LRL 1st & 2nd Phase)	
		মাইক্রোফিন্যান্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমডিপি এবং এমডিপি -এডিশনাল ফিন্যান্স)	
		নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থায়ন স্কিম	
		কেজিএফ ঋণ কার্যক্রম (কুয়েত গুডউইল ফান্ড)	কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৭টি শাখা)
২.	সঞ্চয় কার্যক্রম	সাধারণ সঞ্চয় কার্যক্রম	কর্মএলাকার সকল শাখা
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (মাসিক)	
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (এমপি)	
		বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম (এফডি)	

ক্রম. নং	কার্যক্রমের বিবরণ	সাব-সেক্টর/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা/জেলা/উপজেলা
৩.	সমৃদ্ধি কার্যক্রম (ENRICH- Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of their Poverty)	সমৃদ্ধি ঋণ কার্যক্রম	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
		জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, আয়বর্ধন ও সম্পদ সৃষ্টি কার্যক্রম	
		কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম	
		স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম	
		প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম	
		উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন কার্যক্রম	
		শিক্ষা কার্যক্রম	
		সমৃদ্ধ বাড়ি	
৪.	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কার্যক্রম	PACE Additional Project	কুমিল্লা (দাউদকান্দি উপজেলা)
		সিসিডিএ গলদা চিংড়ি হ্যাচারী	কুমিল্লা (দাউদকান্দি)
		সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	কুমিল্লা (দাউদকান্দি, তিতাস, চান্দিনা, মুরাদনগর)
		Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার ৮টি শাখা
৫.	শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন কার্যক্রম	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (সমৃদ্ধি)	ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়ন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা
		শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম	কর্মএলাকার সকল শাখা
		বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম	
		সিসিডিএ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র	কুমিল্লা (দাউদকান্দি উপজেলা)
		স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম (এসডিএল)	কুমিল্লা (বরুড়া উপজেলা)
		Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project (WASH)	কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ (৩৮টি শাখা)
		Community Managed Piped Water Supply Project	কুমিল্লা (দাউদকান্দি)
৬.	কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন	মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	কর্মএলাকার সকল শাখা
৭.	বিশেষ কর্মসূচি	ঋণ ঝুঁকি তহবিল	কর্মএলাকার সকল শাখা
		কৈশোর উন্নয়ন কর্মসূচি	কুমিল্লা ও হবিগঞ্জ জেলা
		সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	
		Strengthened & Informative Migration Systems (SIMS)	কুমিল্লা (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, চান্দিনা, মুরাদনগর, দাউদকান্দি)

১১.০ পরিচালন পদ্ধতি

- সাধারণ পরিষদ

কাঠামোগত দিক থেকে সাধারণ পরিষদ সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম। ফলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে প্রাথমিকভাবে সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক পেশাজীবী থেকে প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিক সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় সিসিডিএ-র সকল কর্মকান্ড মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন করেন। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৩ (তিন)

বছর অন্তর ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেন।

- কার্য-নির্বাহী পরিষদ

সিসিডিএ'র আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও বাস্তবায়নের জন্য ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ আছে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করেন প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে থেকে ভোটদান পদ্ধতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ সংস্থা ও রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা ও বিশেষ সভার আয়োজন করেন। পরিকল্পনা ও পরিচালন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করেন।

- উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় পেশা ভিত্তিক পরামর্শের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী ও বিশিষ্ট পেশাজীবী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংস্থার প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করতে পারবেন। বর্তমানে একজন উপদেষ্টা রয়েছেন।

১২.০ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বাভাবিক ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটির মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যক্রমের গুণগতমান, কাজের পরিমাপক, তুলনামূলক মূল্যায়ন, কাজের বিচ্যুতি ও সংশোধনের সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। সিসিডিএ'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, মনিটরিং ও এমআইএস বিভাগ, কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং বহিঃনীরিক্ষক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য অনুসঙ্গ।

১২.১ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

সিসিডিএ'র ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও হিসাব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার প্রয়োজনে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ আছে। একজন টিম লিডারের নেতৃত্বে ৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। নিরীক্ষা বিভাগ সকল কর্মসূচি, প্রকল্প এবং শাখা অফিসের কার্যক্রম বছরে কমপক্ষে দুইবার বা ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশিবার নিরীক্ষা পরিচালনা করে। যেসব ক্ষেত্রে নিবিড় পরিবীক্ষণ আবশ্যক, সেসব ক্ষেত্রে সাধারণত নিয়মিত ব্যবধানে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিটি নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরবর্তী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১২.২ বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম

সিসিডিএ হিসাব ব্যবস্থাপনায় সব সময় আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ নীতি ও মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের বাইরে সিসিডিএ'র হিসাবসমূহ প্রতিবছর একটি খ্যাতিমান ও পেশাদারি নিরীক্ষা ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হয়। নিরীক্ষিত অডিট প্রতিবেদন রেগুলেটর, দাতা সংস্থা, অংশীদার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সরবরাহ করে।

১২.৩ হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সিসিডিএ'র অর্থ ও হিসাব বিভাগ সার্বিক কার্যক্রমের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। এই বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ স্বচ্ছতা ও যথার্থ মান বজায় রেখে প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত নির্ভুলভাবে সন্নিবেশনসহ উচ্চ গুণগতমান নিশ্চিত করা হয় । হিসাব ও সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সিসিডিএ লিখিত নিয়ম-কানুন সম্বলিত একটি স্ট্যান্ডার্ড অরগানাইজেশনাল প্র্যাকটিস (এসওপি) প্রণয়ন করেছে। সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প তাদের স্বতন্ত্র বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে । প্রধান কার্যালয় পৃথক বাজেটসমূহ একত্রে সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সিসিডিএ'র বার্ষিক বাজেট ছিল ৭০৫,০০,৭৫,০০০/- টাকা।

১২.৪ ক্রয়, বিক্রয়, ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

সিসিডিএ'র একটি সুলিখিত কেনা-কাটা/প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা আছে। বিদ্যমান নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহে ক্রয় কমিটি আছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়। একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক অতিক্রম করলে সব ধরনের কেনা-কাটা ক্রয় কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ক্রয় কমিটি সব ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সততার সাথে ক্রয় করে। তুলনামূলক বড় ধরণের ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ মান নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা সরবরাহকারীদের থেকে দরপত্র আহবান করা হয় এবং তুলনামূলক মান ও মূল্য বিষয়ে ক্রয় কমিটির কাছে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। ক্রয় কমিটি যাচাই-বাছাই করে সম্ভাব্য উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী বা সরবরাহকারী নির্বাচন করে। ক্রয় কমিটি প্রয়োজন মনে করলে বিশেষ সভা, বা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সক্ষমতা যাচাই করে সম্ভাব্য ভেন্ডর বা সরবরাহকারী নির্বাচন করে।

১৩.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাম

সিসিডিএ'র মানব সম্পদ বিভাগ প্রধানত কর্মী নিয়োগ, প্রতিস্থাপন, বদলী, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, মজুরী, কর্মপরিবেশ, অসন্তোষ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা উন্নয়নের কাজসমূহ করে থাকে। মানবসম্পদ বিভাগ কর্মীদের জন্য ন্যায়, সমতা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে চার সদস্যের একটি টিম বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় মানবসম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। সিসিডিএ-তে বর্তমানে ৭০০'র অধিক কর্মী নিয়োজিত আছেন।

সিসিডিএ কর্মী নিয়োগের সময় যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও কৌশল অনুসরণ করে। লিঙ্গ সমতা সৃষ্টি সিসিডি'র নিয়োগ ও পদায়ন নীতির অন্যতম প্রধান দিক। মানবসম্পদ বিভাগ প্রতিটি কর্মীর জন্য আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করে। কর্মীদের সাফল্যের স্বীকৃতি ও ভবিষ্যতে অধিকতর দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রদানে বছরে একবার কর্মীর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। সিসিডিএ'র মৌলিক অভিপ্রায় ও চেষ্টা থাকে কর্মীদের জন্য একটি ন্যায়, সমতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখা। কর্মীদের যেকোন ধরনের ক্লেশ ও অসন্তোষকে নিবারণের জন্য মানব সম্পদ বিভাগের নজরে আনতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়। একইভাবে প্রশিক্ষণ, প্রেষণা, উন্নত কর্ম পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে মানবসম্পদ বিভাগ নিয়মিত ভূমিকা রাখে।

১৩.১ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা, সামর্থ্য ও টেকসহিতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। সিসিডিএ সব স্তরের কর্মীদের যুগপৎ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নসহ সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়। সিসিডিএ বিশ্বাস করে, প্রশিক্ষণ কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্থার কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনিক দক্ষতা বিকাশে বিশেষব ভূমিকা রাখে।

সিসিডিএ দীর্ঘ মেয়াদে সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি কর্মীকে বছরে অন্যূন দুইটি পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। মূলত সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে সিসিডিএ পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে মাইক্রোফিন্যান্স ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি/মাইক্রোফিন-৩৬০, আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন, ভ্যাট ও ট্যাক্স, এবং ঋণ ঝুঁকি ও খেলাপি ব্যবস্থাপনা অন্যতম।

উপকারভোগি সদস্যদের প্রশিক্ষণ তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	প্রাণী সম্পদ লালন পালনে ঝুঁকি হ্রাস	৬০ জন
২.	যুব সমাজের আত্মোপলব্ধি, নেতৃত্ব বিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ	১৫০জন
৩.	হাঁস মুরগী প্রতিপালন	২৫জন
৪.	সবজি চাষ	২৫জন
৫.	গাভী প্রতিপালন	৬৮৫জন

৬.	গরু মোটাতাজাকরণ	৭২০জন
৭.	ট্রেনিং অন ফ্ল্যাডপ্লেইন সেন্ট্রিক ইকো-ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট	৪১জন
৮.	পন্ড বেসিস বায়োফ্লক ফিস ফার্মিং	৭৬জন
৯.	ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার উৎপাদন	২৫জন
১০.	ট্রেনিং অন প্রি-রিকুইজিশন ফর এক্সেস টু দ্য প্রিমিয়াম মার্কেট	২০৪জন
১১.	পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট	২৫জন
১২.	ওয়ার্কশপ অন গুড একুয়াকালচার প্রাক্টিসেস (জিএপি)	২৫জন
মোট		২০৬১ জন

কর্মীদের প্রশিক্ষণ তথ্য

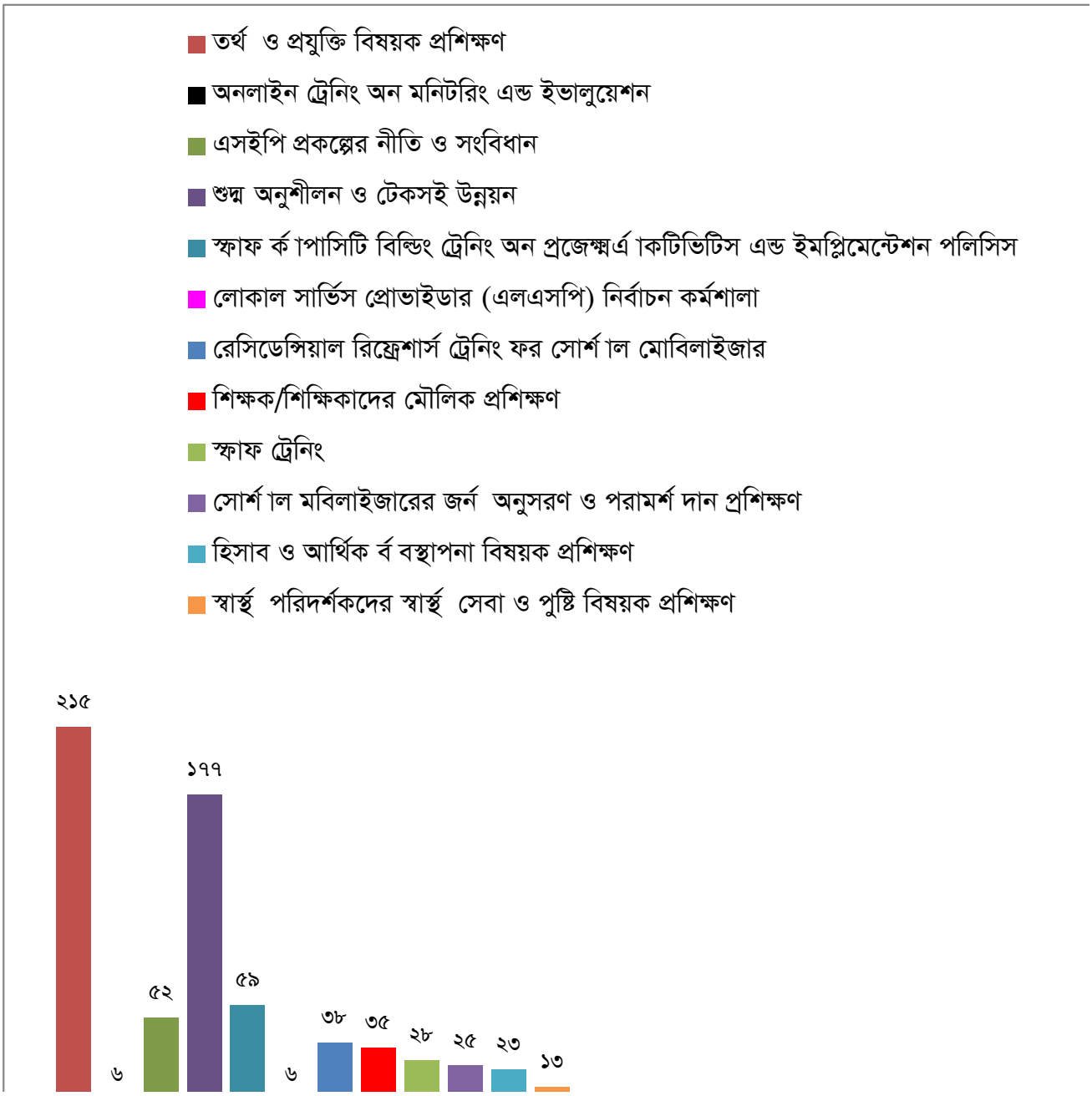

১৪.০ তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশন

তথ্য প্রযুক্তি বা ডিজিটালাইজেশন বিপ্লব পৃথিবীর আর্থিক সেবা খাতকে গভীরভাবে রূপান্তর করছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতকে এটি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। ফলশ্রুতিতে এমএফআই সংস্থাগুলিরও এটি গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সেক্টরকে টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তি নির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। ডিজিটালাইজেশন মূলতঃ বহুবিধ প্রযুক্তির সমন্বিত বা একিভূত ব্যবহার প্রক্রিয়া যা সনাতন পদ্ধতিকে ক্রমাগত প্রত্নগুহায় বিলীন করে দিচ্ছে। সিসিডিএ প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনে অধিকতর সচেতন এবং দ্রুতলয়ে এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও আত্মীকরণের চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে সিসিডিএ তাঁর পরিচালন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া তরান্বিত করে আসছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এটির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়।

ইতোমধ্যে সিসিডিএ'র একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম (এআইএস), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস), পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, ফিক্সড এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ভবিষ্য তহবিল ম্যানেজমেন্ট, আনুতোষিক তহবিল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এতে করে সময় ও আর্থিক ব্যয় তুলনামূলক সাশ্রয় হয়েছে। বর্তমানে যে কোন প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে পরোক্ষ পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটেছে। এতে করে নানা ধরনের অনিয়ম বা বিচ্যুতি অনেকাংশে কমেছে। এনজিও সম্পর্কিত যেসব নিয়ন্ত্রনকারী বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনজিওদের ঝুঁকি নিরসনে ক্রেডিট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা আরো বিভিন্ন প্রযুক্তি প্লাটফরম প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে সিসিডিএ সেগুলোর সাথে যুক্ত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

প্রযুক্তি নির্ভর এ্যাপ্লিকেশন, বিশেষত মোবাইল এ্যপস্ ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মৎস্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মানোন্নয়নে, প্রতিদিনকার তথ্য-উপাত্ত জানতে এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে সিসিডিএ বর্তমানে একাধিক বিশেষায়িত এ্যাপস ব্যবহার করছে। প্রযুক্তির আরো বিকাশ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে সিসিডিএ গ্রাহকের সুবিধার্থে এটিএম, মোবাইল/টেলি ব্যাংকিং, ওয়েব ব্যাংকিং, এনিটাইম, এনিহোয়্যার ব্যাংকিং পরিষেবা প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিসন সিস্টেম (আইএসএস) একটি ওয়েব নির্ভর মনিটরিং টুল যা সিসিডিএ'র বহুস্তরীয় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করে থাকে। ব্যবস্থাটি বর্তমানে সিসিডিএ'র পেপারবিহীন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়াকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

কর্মসূচি ভিত্তিক তথ্য

১৫.০ ঋণ কর্মসূচি

সিসিডিএ'র ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় গত শতকের নব্বইয়ের দশকে এবং অবশ্যই কিছু দর্শন বা আদর্শগত ভিত্তি থেকে। অধিকতর প্রান্তিক ও নানা কারণে মূল ধারার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীই ছিল এর প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্য। শুরু থেকেই এটি প্রান্তিক মানুষের জন্য আরো নিবিড় ও অধিকতর টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির তুলনায় লক্ষ্যভুক্ত মানুষের কল্যাণ হচ্ছে কিনা সিসিডিএ'র মূলদৃষ্টি ঐ দিকে। সে বিবেচনায় সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচি অধিকতর সফল। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিসিডিএ সব সময় সমন্বিত মডেলকেই অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে আসছে। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহযোগিতার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ধারায় আনার প্রচেষ্টা ছিল। লক্ষ্য বাস্তবায়নে এটি এমআরএ, পিকেএসএফ-সহ মূল ধারার উন্নয়ন সহযোগিদের আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতা গ্রহণ করেছে অকুণ্ঠভাবে। ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সিসিডিএ তার কর্ম-এলাকায়, বিশেষত প্লাবনভূমিসহ স্থানীয় সম্পদের অনন্য ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নয়ন মডেল গবেষণায় এটি সংযুক্ত হতে পারে।

১৯৯৩ সালে ঋণ কর্মসূচির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, যা এখনো চলমান আছে। বর্তমানে ১০টি জেলায় ১,৪৫,৪৫৯ জন সদস্যর পরিবারে ঋণ ও সঞ্চয় পরিষেবা প্রদান করছে। ঋণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, আর্থিক গতিশীলতা ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা। ঋণ ও সঞ্চয়ের প্রোডাক্ট বৈচিত্রে এবং প্রদত্ত পরিষেবা দিয়ে সিসিডিএ সব সময় গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করে। সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা এবং গ্রাহকের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সিসিডিএ আপোষহীনভাবে কাজ করে। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত করোনা মহামারীর অভিঘাত ঋণ কর্মসূচিকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করলেও সিসিডিএ অত্যন্ত সফলভাবে তা মোকাবেলা করেছে। খানিকটা বিস্ময়কর হলেও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এসময় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে এটি কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা জেলায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অদূর ভবিষ্যতে সিসিডিএ'র ঋণ কর্মসূচি আরো বেশ কয়েকটি জেলায় বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে।

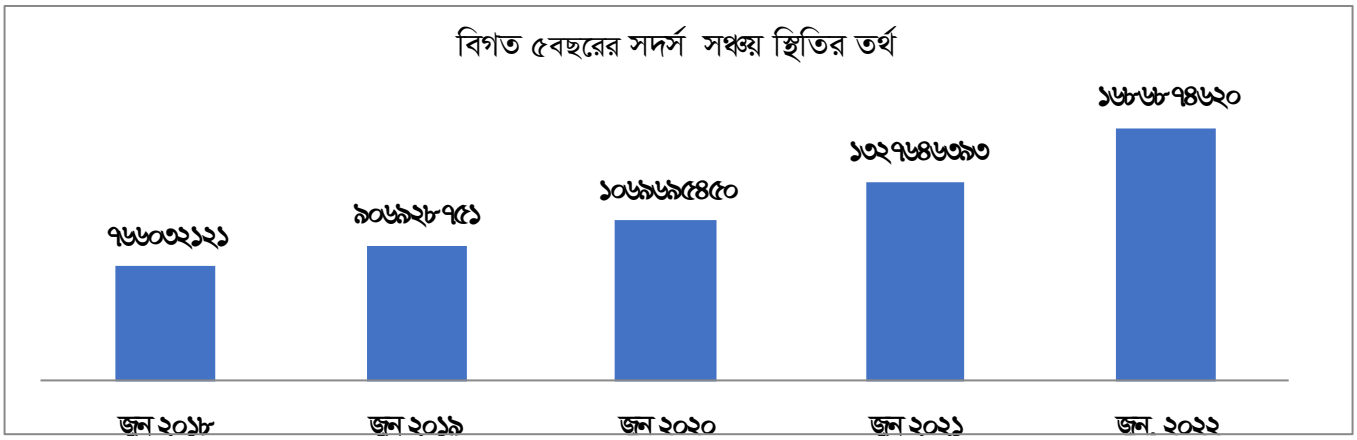

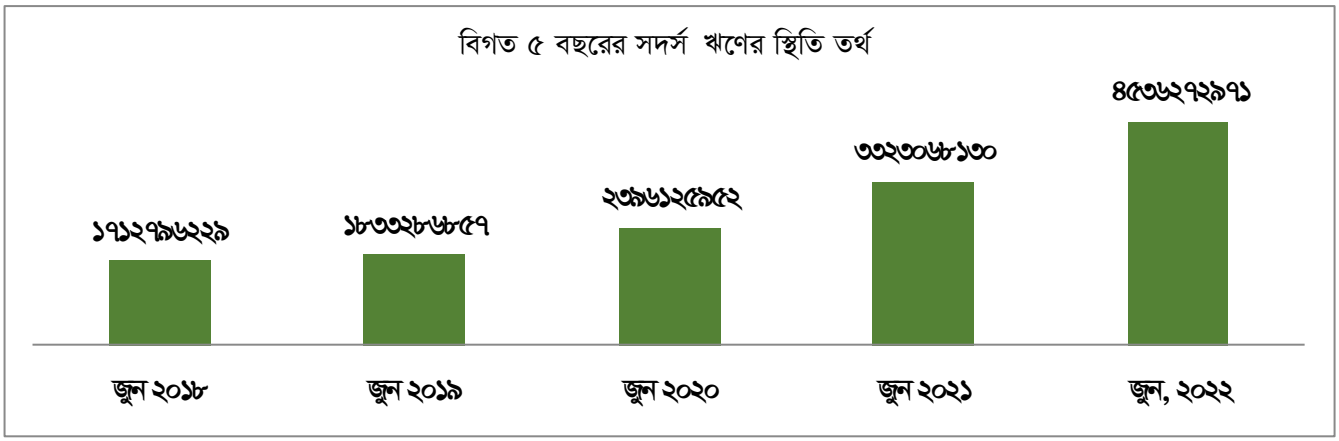

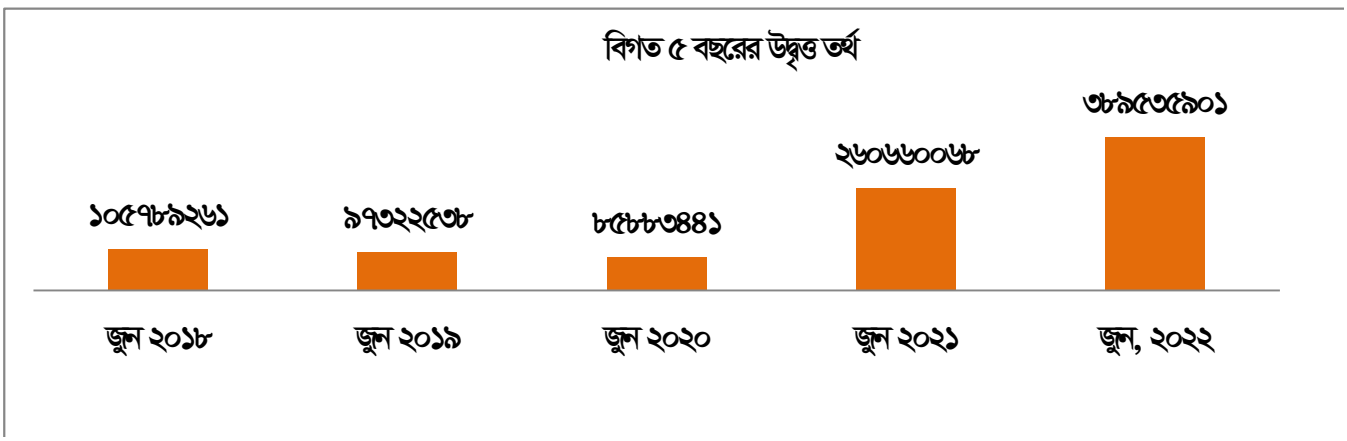

১৫.১ ঋণ কর্মসূচির তথ্য (জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

- মোট শাখা - ৮৪
- মোট সদস্য - ১৪৫,৪৫৯জন
- মোট ঋণ গ্রহীতা - ১০১,১৭৯ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট - ৭০৫,০০,৭৫,০০০/- টাকা
- ২০২১-২২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ - ৮৩৯,২৭,৭৯,০০০/- টাকা
- ঋণের স্থিতি - ৪৫৩,৬২,৭২,৯৭১/- টাকা
- সঞ্চয়ের স্থিতি - ১৬৮,৬৮,৭৪৬২০/- টাকা
- One Time Realization (OTR) - ৯৫.২৪%
- এ বছর আদায়ের হার ক্রমাগত আদায়ের হার - ৯৯.২৭%
- পোর্টফোলিও'র ঝুঁকির হার/PAR (Portfolio at Risk) - ৬.৪৬%
- পরিচালনগত স্বয়ম্ভরতার হার/ OSS (Operational selfsufficiency - ১৭৮.৭৮%

১৬.০ সমৃদ্ধি কর্মসূচি

সমৃদ্ধি কর্মসূচি মূলত একটি বহুমাত্রিক সমন্বয়ধর্মী উন্নয়ন মডেল। আয় বৃদ্ধির কল্পে এটি সবার জন্য প্রযোজ্য বিশেষত এটি প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সক্ষমতার বিকাশসহ টেকসই মানব উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এটি পিকেএসএফ প্রণীত এবং তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি উন্নয়ন কর্মসূচি। মানুষের সম্ভাবনা ও সক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সিসিডিএ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নে। এ মডেলে প্রতিটি পরিবার এবং প্রতিটি ব্যক্তিই উন্নয়নের স্বতন্ত্র ইউনিট এবং যুগপৎভাবে একটি সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থার অখন্ড অংশ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে প্রতিটি পরিবার তাদের নিজস্ব চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা করে থাকে এবং প্রকল্পের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কর্মসূচির আওতায় পরিবার ভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে ইউনিয়নের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা যেমন- নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন,শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানসহ বহুমাত্রিক পরিষেবা নিশ্চিত করে মানুষের জন্য অধিকতর টেকসই উন্নয়ন কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারকে সামগ্রিক সহায়তার পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবিক বিকাশ কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধন করার বিষয়টিকেও সমানভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই বিদ্যমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় আরো কার্যকর মূল্য সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নের লক্ষ্যভূক্ত পরিবার সমূহকে সিসিডিএ'র নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে নিয়মিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনা মূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিশুদের ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এ কর্মসূচির একটি প্রধান লক্ষ্য। লক্ষ্য অর্জনে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে/পাড়ায় বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সহায়তামূলক এ পাঠদান কার্যক্রমের কারণে ইউনিয়নে প্রাথমিক পর্যায়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং শিশুদের শিক্ষা অর্জনের স্পৃহা তৈরি হয়েছে।

এই কর্মসূচির আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ সৃষ্টির সহায়তা হিসেবে বিশেষ সঞ্চয় সৃষ্টি করা। পরিবার ভিত্তিক প্রকল্প পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা করা। সিসিডিএ উল্লিখিত প্রতিটি খাতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির আওতায় তরুণদের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্যোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এলাকার ভিক্ষাবৃত্তির অস্তিত্ব যে কোন মর্যাদাপূর্ণ, সংবেদী ও আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থার বিপরীত একটি চিত্র। ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধে এ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির আওতায় এলাকার ভিক্ষুকদের সংগঠিত করে উদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও সামাজিক সহযোগিতা প্রদান করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

এছাড়াও কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের সংগঠিত করে ভাতা প্রদান, বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নবীনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নসহ চিন্তা ও ঐতিহ্যের পরম্পরা উন্নয়নে এ কর্মসূচি অবদান রেখে চলেছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচি পিকেএসএফ এবং সিসিডিএ'র একটি যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প। ২০১০ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রকল্পটি অদ্যাবধি চলমান আছে। এই প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ২৭,২৫,১৬৪/- টাকা এবং এ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৬,৮৩,৯৬,৮৩৩/- টাকা।

১৭.০ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ) বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় মৎস্য চাষ উপ-খাতে **'কুমিল্লা জেলার প্লাবণভূমি অঞ্চলে টেকসই মৎস্যচাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন'** শীর্ষক উপ-প্রকল্পটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে বাস্তবায়ন করছে।

সিসিডিএ'র কর্ম এলাকা কুমিল্লার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে প্লাবনভুমি। এসব ভূমির কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের অভাবে প্লাবনভূমি অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ ছিল অতিদরিদ্র। গত দুই দশকে সিসিডিএ'র আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সহযোগিতার ফলে প্লাবনভুমি এখন বিশাল এক সম্ভাবনার নাম। পরিকল্পিত মৎস্য ও শস্য চাষ এবং আরো উদ্ভাবনীমূলক বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাবনভুমি এ অঞ্চলের মানুষের সামনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিসিডিএ মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি 'পরিবর্তন ও অর্জন আকাঙ্ক্ষার প্রেষণা' তৈরিতে ভুমিকা রাখছে। এর ফলে ইতোমধ্যে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং কর্মসংস্থানসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। মৎস্য চাষ কেন্দ্রিক ব্যবসা ভ্যালু-চেইন এবং সেইসাথে জাতীয় অর্থনীতিতে এ অঞ্চলের উদ্যোক্তগণ বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এসইপি প্রকল্প মূলত মৎস্যচাষ কেন্দ্রিক উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উদ্যোগকে আরো বেগবান, টেকসই এবং সেইসাথে পরিবেশ বান্ধব রাখার চেষ্টা করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের গুচ্ছ-ব্যবসাভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতা ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ভুমিকা রাখছে। এ পর্যন্ত ২০২০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রম.নং	বিবরণ	লক্ষ ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	মোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী	৫,৭০০ জন	
২.	লক্ষ্যভুক্ত উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী	২০২০ জন	
৩.	বাস্তবায়নকারী শাখা	১০ টি	
৪.	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী	৩৫৬ জন	
৫.	ঋণের স্থিতি	১৬,৬৬,৭০,১০১ টাকা	
৬.	প্রকল্প বাজেট	২৩,৩৩,০০,০০০ টাকা	

১৮.০ Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন ও প্রচলিত মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প'

সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সিসিডিএ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং International Fund for Agricultural Development (IFAD) -এর অর্থায়নে পেস প্রকল্পটি ২০১২ সাল হতে শুরু হয়েছে। একাধিক উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে দাউদকান্দি ও পার্শ্ববর্তী উপজেলার মৎস্য চাষিদের আধুনিক ও প্রযুক্তিগত চাষ পদ্ধতি, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং জৈব ও মিশ্রচাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বর্তমানে PACE-Additional প্রকল্পের আওতায় ইলিয়টগঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ ইউনিয়ন এবং নারান্দিয়া ইউনিয়নের ১২৯৫ জন মৎস্য চাষি নিয়ে সফলতার সাথে "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ি চাষীদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারী ২০২১ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। এছাড়া পেস প্রকল্পের আওতায় সিসিডিএ ২০১২ সালে একটি গলদা চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন করেছে। হ্যাচারীতে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন করে স্থানীয় মৎস্য চাষীদের নিকট সুলভমূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

এক নজরে প্লাবন ভূমিতে গলদা চিংড়ি ও মিশ্র মাছের চাষ প্রকল্পের তথ্য		
১.	চিংড়ি চাষের অধীনে জমির পরিমাণ	৪২৭একর
২.	মোট গ্রুপ	৫১টি
৩.	মোট সদস্য	১২৯৫ জন
৪.	প্রদর্শনী খামার	৫৬টি
৫.	মানসম্মত এ্যকুয়াকালচার চর্চা প্রশিক্ষণ প্রদান	৫২৫ জন
৬.	বিজনেস প্ল্যান মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ	৪৫০ জন
৭.	প্রকল্প হতে প্রদত্ত প্রযুক্তি গ্রহণকারী ও ব্যবহারকারী কৃষক	৩০ জন
৮.	উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসারত কৃষক	১০০ জন
৯.	হ্যাচারির পিএল ব্যবহারকারী কৃষক	২৫২ জন
১০.	প্রাবায়োটিক ব্যবহারকারী কৃষক	২০০ জন
১১.	নিয়মিত পানি ও মাটির মান ব্যবহারকারী কৃষক	১৮০জন
১২.	গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন	৩৯,৫৮,০০০টি
১৩.	উপ-প্রকল্পের মেয়াদ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত
১৪.	প্রকল্পের বাজেট (জানুয়ারী ২০২১- সেপ্টেম্বর ২০২২)	৯৩,০৪,২২১/- টাকা
১৫.	প্রকল্পের বাজেট (অক্টোবর ২০২২- জুন ২০২৩)	৫৯,৬০,২১৪/- টাকা

১৮.১ মিশ্র পদ্ধতির টেকসই মডেল মৎস্য চাষ উদ্ভাবন:

প্লাবণভুমির উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং মিশ্র পদ্ধতির টেকসই মডেল মৎস্য চাষ প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সিসিডিএ কর্ম এলাকার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে ৮টি পুকুরে (আয়তন ৪.২৩একর) বিভিন্ন ঘনত্বে উত্তম ব্যবস্থাপনায় কার্প-গলদার মিশ্রচাষের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্লাবণভূমিতে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত চিংড়ি ও কার্পের উৎপাদন বৃদ্ধির

অংশ হিসেবে এখানে প্রাকৃতিক খাদ্যের ব্যবহারসহ মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিশেষ করে প্রাকৃতিক জৈব দ্রবণের ব্যবহার, পানি, মাটি ও খাবার প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় প্রোবায়োটিক পদ্ধতির প্রয়োগ, পানির ভৌত গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখতে পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, পিএইচ, অ্যামোনিয়া, এলকানিটি এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

১৮.২ চিংড়ির মজুদ নার্সিং ও মজুদ ব্যবস্থাপনা:

ভাল উৎপাদন সর্বদাই ভাল নার্সিং ব্যবস্থাপনার উপরে নির্ভর করে। চিংড়ি চাষেও নার্সিং বিষয়টি অধিক গুরুত্ব বহন করে। সিসিডিএ পরীক্ষামূলক পুকুর পদ্ধতিতে নার্সিংয়ের অনুশীলন করা হয়। যেখানে মজুদকাল ৪৫ দিন রেখে প্রতি একরে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার পিএল মজুদ করা হয়। এক্ষেত্রে পিএল থেকে জুভেনাইল প্রাপ্তির হার প্রায় ৭৮ শতাংশ। নার্সিং পুকুর থেকে প্রাপ্ত জুভেনাইল ২৫০-৪৫০ প্রতি শতাংশ মোতাবেক বিভিন্ন পুকুরের চিংড়ি মজুদ করা হয়। চিংড়ি নার্সিং মিশ্র চাষের জন্য অনুসৃত।

১৯.০ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (SRLFRRS Project)

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো পর্যন্ত কৃষি-ভিত্তিক এবং প্রাণী সম্পদ হচ্ছে এখানকার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক অনুষঙ্গ। প্রাণী সম্পদ শুধুমাত্র দুগ্ধ ও মাংসের মত প্রোটিনের উৎস নয়, সেইসাথে এটি কৃষি খামার পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ২০% প্রাণী সম্পদ উপ-খাতের অবদান এবং মানুষের প্রয়োজনীয় মোট প্রোটিনের ৮% আসে প্রাণী সম্পদ হতে। যদিও গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রাণী সম্পদ খাতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তথাপিও নানা ধরণের ঘাতক ব্যাধি ও বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার কারণে কৃষকরা প্রাণী সম্পদ নিয়ে প্রায়শ ঝুঁকিতে থাকেন। Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services (SRLFRRS) প্রকল্প দেশের প্রাণী সম্পদ সুরক্ষা ও উন্নয়নে নিয়োজিত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ ও সহযোগী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ। সিসিডিএ ২০২০ সালের জুন থেকে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার ৮টি শাখার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মেয়াদ মে ২০২৪ পর্যন্ত। জুন ২০২০ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাজেট ২৬,০৭,৬৮৬/- টাকা।

২০.০ কৈশোর কর্মসূচি

যে কোন সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় অংশ তার তরুণ ও কিশোর জনগোষ্ঠী। জাতীয় বা বৈশ্বিক সমাজ কাঠামোর ভবিষ্যত রূপরেখা লুক্কায়িত থাকে প্রধানত তরুণ সমাজের উপর। বাংলাদেশে একটি সংবেদী, মানবিক ও যোগ্য তরুণ সমাজ বিনির্মাণে সিসিডিএ সব সময় সক্রিয়। তাই পিকেএসএফ তার মানবকেন্দ্রিক ও বহুমাত্রিক অন্তর্ভুক্তির দর্শন থেকে কিশোর-কিশোরী বা সমাজের তরুণ শ্রেণীর উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করলে সিসিডিএ তাতে যুক্ত হয়েছে অত্যন্ত আগ্রহ ও দায়িত্বের সাথে। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় সিসিডিএ 'কৈশোর' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ২০১৯ সাল থেকে। বর্তমানে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে সিসিডিএ'র অন্যতম প্রধান কর্ম-এলাকা কুমিল্লা ও হবিগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলায়।

২১.০ শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

১৯৯০ সালে মৃদু পায়ে যাত্রার প্রথম দিন থেকে সিসিডিএ'র নেতৃত্ব শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যে মৌলিক উপাদান এ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসমতা দূরীকরণে এবং সুবিধাবঞ্চিতদের কর্মসংস্থানে শিক্ষা সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। বিষয়টি মাথায় রেখে সিসিডিএ শিক্ষা প্রসারে সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং স্বল্প আয়ের মানুষের কল্যাণে অংশগ্রহণমূলক তহবিল গঠনে উদ্যোগ নেন। প্রান্তিক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার জন্য সিসিডিএ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারের তুলনায় মূল ধারার শিক্ষার উপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রসারণে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। এই লক্ষ্যে গত শতকের নব্বই দশকে সিসিডিএ'র নিজস্ব অর্থায়নে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার পুটিয়া গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টি ২০১৩ সালে সরকার জাতীয়করণ করেছে।

এছাড়া সংস্থার উপকারভোগি সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনে সুযোগ সৃষ্টি করে। সূচনা থেকে এই কর্মসূচি সিসিডিএ'র কর্মএলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে। পরবর্তীতে সিসিডিএ কর্মীদের সন্তানদের জন্যও শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করে। প্রয়োজন এবং কার্যকারিতা সব দিক থেকেই শিক্ষাবৃত্তি ঋণ কর্মসূচি সদস্য এবং কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে বিশেষ প্রণোদনা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

২১.১ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি: পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন স্কুল পরিচালনা করছে। এ কর্মসুচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে। কর্মসূচির আওতায় ৩৫টি বিশেষায়িত বৈকালিক স্কুলে ৮৮৩ জন প্রান্তিক শিশু নিবিড় তত্ত্বাবধানের ভেতর তাদের শিক্ষা সমাপন করছে। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এটি বেশ কার্যকর মডেল। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এখানে সারা বছর সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চা হয়ে থাকে।

২১.২ শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষাবৃত্তি) ঃ দেশের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরী করতে পারছে না। আবার অনেক অভিভাবক মেধাবী সন্তানদের আর্থিক দুরবস্থার কারণে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অপারগ। ফলে তাঁরা সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে সিসিডিএ উপকারভোগী সদস্যের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা (শিক্ষা বৃত্তি) কার্যক্রম চালু করে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এককালীন ও মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। শিক্ষা সহায়তার (শিক্ষা বৃত্তি) তথ্য নিম্নরূপঃ

শ্রেণীর নাম	২০২১-২০২২ অর্থ বছর		মন্তব্য
	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	
উচ্চ শিক্ষা	১৩	২,৫৬,২০০	২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোভিড ১৯ অতিমারীর কারণে সরকারের নির্দেশনা মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি অর্থ বিতরণ স্থগিত ছিল।
এইচএসসি	৭	৩৯,৯০০	
এসএসসি	২৪	৫২,০০০	
৮ম শ্রেণী	০	০	
৫ম শ্রেণী	০	০	
মাধ্যমিক পর্যায়ের শ্রেণী ভিত্তিক (৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ১ম স্থান অধিকারী)	০	০	
মোট :	৪৫	৩,৫১,৫০০	

২১.৩ বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি: উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সংস্থা বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি চালু করে। এই কর্মসূচি ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। এই কর্মসূচির আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১৩জন মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

২১.৪ কর্মীর সন্তানদের জন্য আর্থিক শিক্ষা সুবিধা: সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য শিক্ষা ভাতা কার্যক্রম চালু আছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সংস্থার কর্মীগণ নীতিমালার আলোকে অধ্যয়নরত সন্তানদের জন্য সংস্থা থেকে শিক্ষা ভাতা পেয়ে থাকেন। সর্বোচ্চ দুই সন্তানের জন্য এ সুবিধা চলমান আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার কর্মীদের ১০৬জন সন্তানকে ৩,৪২,০০০/- টাকা শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

২২.০ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

২২.১ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ঃ

সূচনাকাল থেকে সিসিডিএ সমন্বিত উন্নয়ন মডেলকে প্রধান্য দিয়ে কাজ করছে। সমন্বিত উন্নয়ন মডেলের অন্যতম প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য। সিসিডিএ তার সমন্বিত গণ উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নের আদমপুর গ্রামে। জন সংখ্যার বিরাট অংশ, বিশেষত দরিদ্ররা প্রয়োজনের সময় চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পারতেন না। হাসপাতাল থেকে দূরে বসবারত বয়োবৃদ্ধ, প্রসূতি নারী, নবজাতক বা লাগাতার অসুস্থ থাকা ব্যক্তিরা প্রায় স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকতেন। সিসিডিএ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচরায় নেয়। পর্যাপ্ত আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় প্রাথমিকভাবে সিসিডিএ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়াশুরু করে। একই সময়ে সিসিডিএ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালুর বিষয়ে চেষ্টা করে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে সিসিডিএ একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করে। স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা

প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটি ইলিয়টগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। লাভ নয়, ক্ষতি নয় ভিত্তিতে সেবা কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। একাধিক এমবিবিএস চিকিৎসক, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট/প্যাথলজিস্ট ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী/পরিষেবা কর্মীর সহযোগিতায় এটি পচিালিত হয়।

২২.২ স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম ঃ

সিসিডিএ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ইউনিয়নের প্রতি ৫০০টি পরিবারের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, প্রতি আটজন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের এলাকায় খানা পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য একজন করে স্বাস্থ্য সহকারী দৈনিক ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শাখা কার্যালয়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করেন। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে এমবিবিএস ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট ক্লিনিক, প্রতিটি ইউনিয়নে বছরে ৪টি স্বাস্থক্যাম্প, ইউনিয়নের শতভাগ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের প্রয়োজনীয় ফলোআপ এবং জরুরী ও জটিল রোগীদের জন্য রেফারেল ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্যকর্মীগণ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা তৈরী, প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, পুষ্টিকর খাবার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন। এছাড়া পুষ্টি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, সজনে ও লেবু গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। খাবারের পুষ্টিমান যাতে নষ্ট না হয় এজন্য খাবার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে পালনীয় নিয়মাবলীসহ পুষ্টি বিষয়ক অন্যান্য সচেতনতার বিষয়ে উঠান বৈঠক ও খানা পরিদর্শনের সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের রক্তস্বল্পতা নিরসনে আয়রন ও ফলিক এসিড সমৃদ্ধ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

২৩.০ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম

২৩.১ পাইপ লাইনে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (Community Managed Piped Water Supply Project):

মানুষের জীবন রক্ষার্থে নিরাপদ পানির ব্যবহার ও স্যানিটেশন কার্যক্রম অপরিহার্য। এ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি, পানির দূষণ কমিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়ে সংস্থা কাজ করছে। সংস্থা দীর্ঘদিন থেকে নিরাপদ পানির বিকল্প উৎস হিসাবে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন ইলিয়টগঞ্জ দক্ষিণ ইউনিয়নের পুটিয়া গ্রামের ১২০টি পরিবারের মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গভীর নলকূপের নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রকল্প।

২৩.২ Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Projec:

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বৈশ্বিক মাপকাঠিতে বাংলাদেশ এখনো মান সম্মত স্তর থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা এবং শহর বা নগরাঞ্চলের বস্তি ও নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের বসতি এলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা এখনো প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হয়নি। সিসিডিএ'র কর্ম এলাকায় পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিসিডিএ ২০২২ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলে পানি, পয়ঃব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ইনফ্রাস্টাকচার এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সুযোগ অধিকতর উন্নত করা এবং পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা। সেই সাথে নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আচরণ উন্নয়নে কাজ করা এবং সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পের আওতায় সংস্থার ৩৮টি শাখার এগার হাজার উপকারভোগীকে টার্গেট করে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং পানীয় জল সরবরাহ খাতে প্রায় ১১.০ (এগার) কোটি টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে। প্রকল্পটি আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

২৪.০ স্ট্রেনদেন্ড্ এন্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস্)

বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারে বছরে গড়ে প্রায় ২২ লক্ষ (IOM, 2017) নতুন কর্মক্ষম লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু এদের একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হয় বিশ্ব শ্রমবাজারে। দক্ষতাহীন শ্রমের যোগান, ন্যুনতম সময়ে ভাগ্য পরিবর্তনসহ আরো নানা

কারণে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ বিদেশে কাজের সন্ধানে গমন করে। বাংলাদেশের মোট জিডিপি-তে রেমিটেন্স অর্থনীতির অবদান ৫.৪ ভাগ। ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমনকে এখানে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু জন-বান্ধব ও স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব, অতিমাত্রায় বহুস্তরীয় মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অভিবাসীদের অধিকার বিষয়ে দর-কষাকষির দক্ষতার অভাব অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ক্রমশ অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থের অংশ এবং বিশ্বজুড়ে এটি সর্বজনীন মানবাধিকারেরও একটি অংশ। তাই সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিশেষভাবে কাজ করছে। মানবাধিকার এবং জাতীয় স্বার্থ উভয় দিক থেকে নিরাপদ অভিবাসনকে সিসিডিএ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। অংশীদারী সংস্থা HELVETAS Bangladesh ও Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) -এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় সিসিডিএ ২০২১ সাল থেকে Strengthened & Informative Migration System (SIMS) Project বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অভিবাসী ও অভিবাসনেচ্ছুদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে সচেতনতা, কারিগরী ও প্রয়োজনে আইনগত সহযোগিতা এবং অভিবাসী পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেইফ মাইগ্রেশন, ফিন-লিট (আর্থিক সাক্ষরতা) ও এক্সেস টু জাস্টিস এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয়ে মানুষকে পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাজেট ১,১৩,১৪,৯৭৯/- টাকা।

কর্মীদের তহবিল ভিত্তিক সুবিধার তথ্য

২৫.০ সিসিডিএ কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল ঃ

সিসিডিএ'র কর্মীগণ চাকরিকালীন ও অবসরকালীন উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন। কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল সুবিধা অন্যতম। সংস্থার স্থায়ী কর্মীগণ চাকরিকালীন মাসিক মূল বেতনের ১০% অর্থ তহবিলে জমা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকেও ঐ কর্মীর নামে সমপরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করা হয়। অবসর পরবর্তী সময়ে কর্মীগণ ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা মতে তহবিলের অর্থ প্রাপ্য হন। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মচারি ভবিষ্য তহবিল থেকে কর্মীগণ নিম্নোক্ত সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

ক্রম. নং	বিবরণ	জন	টাকার পরিমাণ
১.	অবসর পরবর্তী সুবিধা গ্রহণ	৪০জন	৭৯,৪৩,৪৭০.০০ টাকা
২.	তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ	৫৫জন	৫৯,৬৩,০০০.০০ টাকা
৩.	তহবিল স্থিতি	৬০৫জন	১২,৯৩,৪২,৫৬৯.০০ টাকা

২৬.০ সিসিডিএ কর্মচারি আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি) তহবিল ঃ

সংস্থার কর্মীদের অবসরকালীন আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনুতোষিক সুবিধা প্রদান করা হয়। কোন স্থায়ী কর্মী ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছর কর্মরত থাকার পর চাকরি থেকে অব্যাহতি/অবসর গ্রহণ করলে আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্ত হন। আনুতোষিক তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী কর্মীদের এ সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে আনুতোষিক তহবিল থেকে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে

ক্রম. নং	বিবরণ	জন	টাকার পরিমাণ
১.	আনুতোষিক সুবিধ গ্রহণ	২৩জন	৩৪,৯৯,৫৭৭.০০ টাকা
২.	তহবিল স্থিতি	২৯১জন	৫,৯২,৫৯,৩২৪.০০ টাকা

২৭.০ সিসিডিএ কর্মীকল্যাণ তহবিল (ককত) সুবিধা ঃ

সংস্থার কর্মীগণ চাকরিকালীন দুরারোগ্য ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। নারী কর্মীগণ প্রসবকালীন জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের সম্মুখিন হন। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় যে কোন কারণে কর্মীদের মৃত্যু বা স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেন। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে কর্মীদের চিকিৎসা ব্যয় ও মৃত্যু পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের কর্মী কল্যাণ তহবিল (ককত) থেকে সুবিধা প্রদান করা হয়। ককত নীতিমালার আলোকে স্থায়ী কর্মীগণ তহবিল থেকে সুবিধা পেয়ে থাকেন। একজন স্থায়ী কর্মী প্রতি মাসে মূল বেতনের ০.৫% অর্থাৎ ১০০ টাকায় .৫০ পয়সা হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন। কর্মীদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা অফেরৎযোগ্য। সিসিডিএ-র কর্মীকল্যাণ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব ট্রাষ্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। ২০২১-২২২ অর্থবছরে ককত তহবিল থেকে কর্মীদের নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়।

ক্রম. নং	বিবরণ	জন	টাকার পরিমাণ
১.	মৃত্যুজনিত সুবিধা	২জন	১০,০৬,৩৫০.০০ টাকা
২.	সাধারণ চিকিৎসাজনিত সুবিধা	১০জন	৪,৬৩,৭৮৭.০০ টাকা
৩.	নারী কর্মীদের প্রসবকালীন চিকিৎসা সুবিধা	২জন	২৭,১১০.০০ টাকা
৪.	তহবিল স্থিতি	-	৭৫,৯৮,১৭০.০০ টাকা

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কর্মপরিকল্পনার দ্বারা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ হয়। সিসিডিএ প্রতিবছর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় একীভূত করে একটি কার্যকর কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মীদের সংঘবদ্ধ রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট লক্ষমাত্রা অর্জন সহজ হয়। সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিকল্পনার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

১. **ঋণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা :**

ক্রম. নং	বিবরণ	পরিকল্পনা
i.	নতুন এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ	
	জেলা সংখ্যা	৩টি (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও লক্ষীপুর)
	থানা/উপজেলা সংখ্যা	১২টি
	ইউনিয়ন সংখ্যা	৭০টি
	গ্রাম সংখ্যা	১৯২টি
ii.	নতুন শাখা স্থাপন	২৬টি
iii.	নতুন সমিতি সংখ্যা	১,৪২০টি
iv.	সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি	৪০,৮৮০জন
v.	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি (নীট)	৩২,৭৯১ জন
vi.	জনবল নিয়োগ	১১৮ জন (মাঠকর্মী ৯০জন, শাখা ব্যবস্থাপক ২৬জন, এলাকা কর্মকর্তা ২জন)
vii.	সদস্য সঞ্চয় স্থিতি বৃদ্ধি (নীট)	৫২.০ কোটি টাকা

viii.	ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি (নীট)	১৭৩.০ কোটি টাকা
ix.	সংস্থা কর্তৃক পিকেএসএফ থেকে গ্রহীত ঋণ (নীট বৃদ্ধি)	২৫.০ কোটি টাকা
x.	ঝুঁকি তহবিল স্থিতি বৃদ্ধি (নীট)	৮.০ কোটি টাকা
xi.	ক্রমপুঞ্জিভুত উদ্বৃত্ত অর্জন	৫৯.০ কোটি টাকা
xii.	ব্যাংক কর্তৃক প্রহীত ঋণ স্থিতি	৪৯.০ কোটি টাকা

২. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সক্ষমতা ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

৩. অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় আলোকিত করার উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা;

৪. সব বয়সের নাগরিকদের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি আধুনিক হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা;

৫. দেশের যুবসমাজকে দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা;

৬. বহুমুখী, বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা;

৭. দরিদ্র এলাকার মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সুব্যবস্থার অংশ হিসেবে একটি ওয়াটার প্ল্যান্ট স্থাপন করা;

৮. 'জ্ঞানই আলো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্ম এলাকায় একাধিক পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করা;

৯. মুক্তিযুদ্ধ: স্মৃতি, গৌরব ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

১০. সিসিডিএ'র স্মৃতি ও তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা;

১১. আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বা ই-কমার্স সেবা চালু করা;

১২. সংস্থার কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ব্রান্ডিং কর্মসূচি গ্রহণ করা;

১৩. সংস্থার কার্যক্রমের গুণগতমান নির্ণয়, কার্যক্রমে নতুনত্ব ও শৈল্পিকতার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা সেল গঠন।

এক নজরে ২০২১-২২ বছরে সংস্থার অবস্থা এবং ২০২২-২৩ বছরে সংস্থার অবস্থান বর্ণিত হলঃ

ক্র.নং	বিবরণ	২০২১-২২ বছরে সংস্থার অবস্থা	২০২২-২৩ বছরে সংস্থার অবস্থান হবে	হ্রাস/বৃদ্ধি	বৃদ্ধির হার
১	জেলার সংখ্যা	১০	১৩	৩	৩০%
২	উপজেলা/থানার সংখ্যা	৪৮	৫৮	১০	২১%
৩	ইউনিয়ন সংখ্যা	৫১১	৫৮১	৭০	১৪%
৪	গ্রাম সংখ্যা	২,৯০০	৩,০৯২	১৯২	৭%
৫	শাখার সংখ্যা	৮৪	১১০	২৬	৩১%
৬	সমির সংখ্যা	১৭,২৪৯	১৮,২৪৯	১,০০০	৬%
৭	সদস্য সংখ্যা	১৪৫,৪৫৯	১৮৬,৩৩৯	৪০,৮৮০	২৮%
৮	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১০১,১৭৯	১৩৩,৯৭০	৩২,৭৯১	৩২%
৯	জনবল	৬৪৫	৭৬৩	১১৮	১৮%
১০	সঞ্চয় আদায়	১,১০০,৬৭৩,৬২৮	১,৩৬০,৩৫৯,৮৮১	২৫৯,৬৮৬,২৫৩	২৪%
১১	সঞ্চয় ফেরত	৭৪১,৪৪৫,৪০১	৯৪৭,৩৭২,০১৯	২০৫,৯২৬,৬১৮	২৮%
১২	**সঞ্চয়স্থিতি**	**১,৬৮৬,৮৭৪,৬২০**	**২,১০৬,৯০০,০০০**	**৪২০,০২৫,৩৮০**	**২৫%**
১৩	ঋণ বিতরণ	৮,৩৯২,৭৭৯,০০০	১০,৬৯৩,৩৯৮,০০০	২,৩০০,৬১৯,০০০	২৭%
১৪	ঋণ আদায়	৭,১৭৯,৫৭৫,৯৭৩	৯,০০৭,৪৫০,২৭৩	১,৮২৭,৮৭৪,৩০০	২৫%
১৫	**ঋণস্থিতি**	**৪,৫৩৬,২৭১,২৮৫**	**৬,৩২৯,১০০,০০০**	**১,৭৯২,৮২৮,৭১৫**	**৪০%**
১৬	মোট আয়	৮৬৭,৪৭৭,৭৯৬	১,২৫৯,৭৫৪,১৪৩	৩৯২,২৭৬,৩৪৭	৪৫%
১৭	মোট ব্যায়	৪৭৭,৫৬৪,০৪০	৬৮৫,৬৮২,৫৮৮	২০৮,১১৮,৫৪৮	৪৪%
১৮	**উদ্বৃত্ত**	**৩৮৯,৯১৩,৭৫৬**	**৫৭৪,০৭১,৫৫৫**	**১৮৪,১৫৭,৭৯৯**	**৪৭%**
১৯	ঋণ গ্রহণ (পিকেএসএফ)	১,০০২,৯০০,০০০	১,০৫০,০০০,০০০	৪৭,১০০,০০০	৫%
২০	ঋণ ফেরত (পিকেএসএফ)	৭৮৬,৩৯৯,৯৯৯	৮০০,০০০,০০০	১৩,৬০০,০০১	২%
২১	**ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ)**	**১,০০১,৭৯৯,৯৯৪**	**১,১০০,০০০,০০০**	**৯৮,২০০,০০৬**	**১০%**
২২	ঋণ গ্রহণ (ব্যাংক ও অন্যান্য)	৪০৭,৫৮৭,৫১৮	১,০০০,০০০,০০০	৫৯২,৪১২,৪৮২	১৪৫%
২৩	ঋণ ফেরত (ব্যাংক ও অন্যান্য)	৩৯৮,৪৬০,৯৯০	৫০০,০০০,০০০	১০১,৫৩৯,০১০	২৫%
২৪	**ঋণস্থিতি (ব্যাংক ও অন্যান্য)**	**৫১২,৮৮৬,১৪৮**	**১,১২০,০০০,০০০**	**৬০৭,১১৩,৮৫২**	**১১৮%**

- সমাপ্ত